Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 560 – 564
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত উপাখ্যান 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা'র একটি সমীক্ষা

অরুণ সরদার
এম.ফিল, সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : arunamit2018@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, পল্লব, বোধিসত্ত্ব, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ব্রহ্মবিহার।

Abstract
মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র গৌতম বুদ্ধের জীবনাবলীকে অবলম্বন করে বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল এবং এখানে ১০৮টি পল্লব বা অধ্যায় আছে। ভগবান বুদ্ধ পূর্ব জন্মে কী কী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কী কী কাজ করেছেন যার ফলে তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ রূপে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা এই চারটি ব্রহ্মবিহারের মূল বিষয় যা বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

Discussion
একজন সাধারণ মানুষ অতুলনীয় ধৈর্য্য এবং অসীম আধ্যাত্মিক বলের দ্বারা বশবর্তী হয়ে তার সকল মহৎ গরিমা দ্বারা প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। অতীতকালে ভগবান গৌতম বুদ্ধ কুশীপুরীতে যাওয়ায় সেখানকার জনগণ তার সেবা করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম বা পথ সংস্কার করেছিলেন। তারা নগরটি তৃণ, কাটা, পাষাণ ইত্যাদি মুক্ত করার সময় বিন্ধ্যপর্বতে সুন্দরী রমণীর ন্যায় একটি প্রকাণ্ড শিলা দেখতে পেয়েছিলেন। তারপর তারা দড়ি, কোদাল ইত্যাদি নিয়ে ওই শিলাটি তোলার চেষ্টা করলে তাতে তারা ব্যর্থ হয়। তাদের এই পরাজয় এবং ব্যর্থতার সময় হঠাৎ আবির্ভাব হয় ভগবান বুদ্ধের। তাকে দেখে যেমন শরৎকালের আগমনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দূরীভূত হয়ে সমস্ত দিক আলোকিত হয়, তেমনই তাদের দুঃখ, হতাশার বিনাশ হয়। অর্থাৎ এখানে বৌদ্ধ আদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর্যসত্যের মাধ্যমে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্য হল সত্যকে উপলব্ধি করা। তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন–'সমুদ্রের জলের যেমন একটি মাত্র স্বাদ অর্থাৎ লবণাক্ত, তেমনই আমার ধর্মের একটি মাত্র লক্ষ্য তা হল দুঃখের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করা। বুদ্ধের মতে, মৃত্যুর পর আত্মা

পুনরায় নতুন দেহে জন্ম লাভ করে জীবকে কর্ম করতে হয়। এই কর্মই নিয়ে আসে আসক্তি। আর আসক্তি নিয়ে আসে দুঃখ। পুনর্জন্ম গ্রহণ করে সেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। কর্মফল জনিত পুনর্জন্ম বন্ধ করে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হল কামনা, বাসনা, আসক্তি ইত্যাদি দূর করা।[১] এই জন্য ভগবান বুদ্ধ মানুষকে চারটি 'আর্যসত্য' উপলব্ধি করার পরামর্শ দিয়েছেন। চারটি আর্যসত্য হল–

১. পৃথিবী দুঃখময়
২. দুঃখ সমুদয়
৩. দুঃখ নিরোধ এবং
৪. দুঃখ নিরোধ মার্গ।[২]

এই ভাবে আত্মার মুক্তি সম্ভব। এই মুক্তিকে নির্বাণ বলে। ভগবান বুদ্ধ তাদের ক্লেশ, পরিশ্রম, হতাশা দেখে তাদেরকে বলেন, যে কাজের প্রথমেই ক্লেশ অর্থাৎ ভয়, বিষন্নতা এবং সন্দেহ অবিশ্বাস থাকে সেই কাজ পণ্ডিতগণ করেন না। আসলেই ভগবান বুদ্ধ, যেকোনো ধরনের অমানবিক এবং সংশয়মূলক কাজ না করার বার্তা আমাদের সমাজকে দিয়েছেন। তারপর তিনি নিজেই তার অসম্ভব আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা অতি সহজেই পায়ের আঙ্গুল দ্বারা নিক্ষেপ করতে সক্ষম হন। যে শিলাটি নিক্ষেপ করেন তা আবার আগের মত করেই দেখা দিলেন। তারপর আবার তিনি ফু (মুখের থেকে বাতাস দেওয়া) দিয়ে ওই শিলাটি ক্ষেপন করলে তা দ্বারা চারিদিকে পরমাণু রূপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তিনি ওই পরমাণ সমূহকে একত্রিত করে পুনরায় আবার শিলা নির্মাণ করেন। তার এই অসম্ভব ক্ষমতা দেখে ত্রিভুবনবাসী স্তম্ভিত এবং হতবাক হয়ে পড়লেন। সেই সময় মল্লগণ ভগবানের এই অসীম শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে প্রণাম করলেন।[৩] ভগবান বুদ্ধ তার এই কার্যপ্রণালীর মধ্যে সামাজিক আদর্শের একটি দিক তুলে ধরেছেন। আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সমাজের কাছে তার মূল্যবান আদর্শের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আর্যসত্য, প্রণিধান ইত্যাদি দ্বারা কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ অনায়াসেই করা সম্ভব। যেমন জাতককাহিনীর বিভিন্ন গল্পের মধ্যেও দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

কল্পদ্রুমসদৃশ অর্থাৎ যে রাজার কাছে চাইলেই পাওয়া যায় এমন, সেই রাজা নিজ কর্মগুণাবলীর পুর্ণপ্রাপ্তির ফলে দর্শনীয় যূপটি মৈত্রেয়কে দান করেছিলেন। আবার ওই যূপটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সমাজের দরিদ্র জনগণকে দান করলেন। দান করার ফলে মৈত্রেয় বুদ্ধত্ব লাভ করার মধ্য দিয়ে তিনি নিধি এবং দেবগণের ন্যায় পূজিত হয়েছেন।[৪] ঠিক এইভাবে দানের ফলে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ লাভ করেছেন পরম পুণ্যের চরমপ্রাপ্তি। ঠিক এইরকম মহান দানপ্রাপ্তির কাহিনী মহাবস্তাবদান –এর গোধাজাতক[৫] গল্পে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ভগবান গৌতমবুদ্ধ যখন কুমারের অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি কন্যাদেরকে অলংকার থেকে শুরু করে শতসহস্রমুদ্রা মূল্যের হার দান করেছিলেন এবং তিনি যখন ভগবান বুদ্ধে পর্যবসিত হয় তখনও তিনি দান করেছিলেন। অর্থাৎ কৃতকর্মের অবশ্যভোগ্যতা বশতঃ অতীতজন্ম বৃত্তান্তে প্রণিধান দ্বারা কুমার থেকে গৌতম বুদ্ধ এবং অপরদিকে শঙ্খ রাজার কুশলোদয় সফল হয়েছে। তারপর অতীতকালে মধ্য দেশে বাসব এবং উত্তরপথে ধনসম্মত নামে রাজা ছিলেন। হঠাৎই পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। একদিন তারা হাতি, রথ, সৈন্য নিয়ে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হলে সেখানে দেখতে পান ভগবান বুদ্ধকে ঘিরে স্বয়ং ব্রহ্মা ও শক্র দেবগণ তার সেবাশুশ্রূষা করছেন। তারপর তারা মনে মনে চিন্তা করলেন রাজা বাসর মহাপুণ্যবান। তার রাজ্যে দেবতুল্য মহাপুরুষগণ বাস করেন। তারপর ওই মহাপুরুষের প্রভাবে তাদের দুজনের মিথ্যা মতিভ্রম দূরীভূত হল। তারপর তারা দুজনে মিলে ভগবানের সান্নিধ্যে গিয়ে সমস্ত রকম ভোগ দিয়ে পূজা করেছিলেন এবং পূজার পরে তারা প্রণিধান করেছিলেন যে, আমি তোমাকে প্রণাম করছি এই পুণ্যফলে আমি যেন মহান হতে পারি। এইভাবে সামাজিক দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। তারপর পূর্ববর্তী রত্নশিখী বাসবকে বলেছিলেন যে, তুমি শঙ্খনামে চক্রবর্তী রাজা হবে এবং বোধিযুক্ত হয়ে কুশল প্রাপ্ত হবেন।[৬] রাজা বাসব এই রকম প্রণিধান দ্বারা রত্নশিখীর আদেশমত শঙ্খ নামে রাজা হন এবং অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হবেন। মৈত্রেয় প্রণয় পূর্বক বোধিসত্ত্ব বুদ্ধি সম্পাদন করবেন। অর্থাৎ সৎসঙ্গই কল্যাণমূলক পবিত্রতারই ইঙ্গিত।

জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েও দানপুণ্যের দ্বারা সম্যকসম্বোধি লাভ করা যায় না। এই রকম একটি কাহিনী হল আদর্শমুখাবদান।[৭] অত্যন্ত সাধারণভাবে আমরা দেখি যে, একজন পবিত্র মনের মানুষের প্রীতিত্বের রঙিনতার কারণে অল্প পরিমাণ দানের যে মহান গরিমা তা, আকাশ ছোঁয়া পর্বত এবং অতল সুগভীর সমুদ্র সৈকতের একাংশকে হার মানায়। কিন্তু অতীতকালে ভ্রমণের উদ্দেশ্য মহাকাশ্যপ শ্রাবস্তী নগরে আসলে একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত নগরবাসিনী কাশ্যপকে দেখে শ্রদ্ধার সাথে প্রসন্নমনে তাকে ভিক্ষা দান করেছিলেন। দান করার সময় তার শীর্ণ একটি আঙ্গুল ওই ভিক্ষা পাত্রের মধ্যে পড়ায় তিনি আর দান গ্রহণ করেননি। তখন ওই নারী অত্যন্ত দুঃখিত এবং ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেহ ত্যাগ করেন এবং তুষিত নামের দেবগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মগ্রহণ করার পর তিনি আবার কাশ্যপের ভিক্ষাদান পূর্ণ করলেও কাশ্যপ নিস্পৃহতাবশতঃ ভিক্ষাপাত্র মুখ নিচু করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন নিঃস্বার্থ দানের মধ্যে দিয়ে পুণ্যলাভের প্রাণপণ চেষ্টা এবং অপরদিকে বিকৃত শীর্ণতার কারণে সেই দান মনঃপুত ভাবে গ্রহণ না করায় বোধিসত্ত্ব লাভ থেকে চরম বিপর্যয়ের কবলে পড়ে হতাশার আকাঙ্ক্ষা ভোগ করেছিলেন। এই নারীর নিঃস্বার্থ দানের কারণে তিনি দেবগনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার এই পুর্ণতার কথা ভগবানের মুখে শুনে তিনিও ভগবানের প্রচুর পরিমাণে পূজা করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার ভোগ দ্বারা ভক্তি করার সময় এককোটি দীপমালা তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে একটিতে ওই শীর্ণ দরিদ্রা স্ত্রীলোক ওই দ্বীপমালায় একটি স্বল্পদ্বীপ দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই সমস্ত দ্বীপের তেল শেষ হয়ে গেলেও তার দেওয়া দ্বীপটির কোনও ক্ষয় হয়নি। ভগবানের এই রকম প্রণিধানের জন্য তিনি শাক্যমুনি রূপে জন্মগ্রহণ করার কথা বললে তিনি পূর্ণতার কথা জানায় কিন্তু সম্বোধি লাভ করা যে, খুবই দুঃসাধ্য এবং কষ্টকর ব্যাপার সেটি তিনি জানায়। তারপর তিনি তার অতীতে বহুজন্মে দানফল ভোগ করেছিলেন। কিন্তু বোধি লাভ করতে পারেনি। তারপর একে একে তার বোধি লাভের ব্যর্থতার কথা বলতে লাগলেন– আমি মান্ধাতার আমল থেকে আধিপত্য লাভ করে বহুকাল ফল ভোগ করেছি কিন্তু বোধিলাভ করতে পারেনি, আমি সুদর্শন জন্মলাভ করে চক্রবর্তীর সম্পদ লাভ করেছি কিন্তু বোধিলাভ করতে পারেনি, অতীতে আমি দ্বিজজন্মে আটটি হাতি দান করে মহৎ পুণ্য লাভ করেছিলাম, কিন্তু বোধিলাভ করতে পারেনি; অতিদানে আর্দ্রীকৃত কুশলময় জন্মে আমি পুণ্যলাভ করেছি, কিন্তু বোধিলাভ করতে পারেনি; আমি ত্রিশঙ্কু জন্মে সত্য প্রভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিলাম কিন্তু বোধিলাভ করতে পারেনি; মিথিলায় মহাদেব নামক রাজজন্মে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণসম্পদ করেছিলাম, কিন্তু বোধিলাভ করতে পারেনি।[৮] আবার অতীতকালে নন্দরাজার পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করায় তাদের মধ্যে পঞ্চমপুত্রকটি আদর্শমুখ এবং অত্যন্ত গুণবান হয়েছিলেন। বাকি ৪ জন হল খলস্বভাব প্রকৃতির হওয়ায় রাজা ভাবলেন তার রাজ্য পাওয়ার যোগ্য শুধুমাত্র পঞ্চমপুত্রটি। তাই রাজা এবং মন্ত্রীরা মিলে পঞ্চমপুত্রটিকে অর্থাৎ আদর্শমুখকেই রাজা করেছিলেন। তারপর তিনি অনেক পূণ্যের কাজ করেছিলেন। যেমন তিনি ১২ বছর অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে সমস্ত প্রাণীর আহার দ্রব্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এই ভাবে আরও অনেক কর্মের দ্বারা পূর্ণলাভ করেছিলেন কিন্তু বোধিলাভ করতে পারেননি। তাই আদর্শ মুখও এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।[৯] ঠিক তেমনি মহাবস্তুদান এ শ্যামাজাতক[১০] গল্পে শ্যামা গণিকা নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা পূণ্যতা লাভের জন্য অর্থাৎ অশ্ববনিক বজ্রসনকে পাওয়ার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠীপুত্রকে হত্যা করেন এবং রবি ঠাকুরের শ্যামা[১১] নাটক এবং প্রতিশোধ[১২] কবিতায় তিনি বজ্রসেনকে পাওয়ার জন্য উত্তীয়কে হত্যা করেছিলেন। সর্বশেষে তিনি তার প্রেমের মানুষ বজ্রসেনকে সাময়িকের জন্য পেলেও তা একেবারের জন্য পূর্ণতা লাভ করতে পারেননি। আর আদর্শমুখাবদান কাহিনীতেও ঠিক একই রকম ভাবে আদর্শ মুখেরও শেষ পরিণতি এমনই ঘটেছিল।

অতীতকালে ভগবান বুদ্ধের দুইজন শিষ্য ছিলেন– কৌলিক এবং উপতিষ্য। যারা ভিক্ষুভাবাপন্ন পরিব্রাজককে শান্তির সংবৃত করেছিলেন। তাদেরকে শারিপুত্র ধর্মের উপদেশ দেওয়ায় তারা মোক্ষলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ দুই শিষ্য এবং ভিক্ষগণ শারিপুত্রের এই অদ্ভুত ধর্মের উপদেশ দেখে ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার অতীতবৃত্তান্ত বলেন– অগ্নিমিত্র নামক ব্রাহ্মণের গুণবরা বা সুপিকা নামক পত্নী ছিলেন। তার ভাই প্রশমশীল বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হয়ে তার গৃহে আসেন। গুণবরা স্বামীর আদেশ অনুসারে ভক্তি দিয়ে তাকে আরাধনা করেছিলেন এবং প্রণতি, প্রণয়াচার এবং পরিচর্যা দ্বারা খুশি করেছিলেন। একদিন তিনি খাবার দেওয়ার সময় তার পবিত্র শুদ্ধতা কর্ম দেখে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 560-564
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রণিধান করেছিলেন। প্রত্যেক বুদ্ধের প্রতি ঐরকম বিনয় এবং প্রণিধানের মধ্য দিয়ে তিনি এই জন্মে প্রজ্ঞাবান শারিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এতদিন পর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং সৎবুদ্ধির দ্বারা ভিক্ষু শারিপুত্র প্রণিধানের মধ্য দিয়ে বোধিসত্ত্ব লাভ করেন এবং ভগবান অন্যজন্মে প্রব্রজিত করেছিলেন। অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন কল্যাণযুক্ত জ্ঞানাচার্য যেমন সংসার সমুদ্রের নির্মল সেতু তৈরি করেন তেমনটি বন্ধু, সহৃৎ এমন কি মাতা পিতা করতে পারেন না।[১৩] শারিপুত্র অন্যজন্মে দরিদ্র কর্মচারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে কোন মহর্ষির আন্তরিক দয়ায় পাত্র এবং চীবর দান করায় তিনি অতুলনীয় প্রভাববান প্রতিভাশালী হয়ে সমৃদ্ধি প্রদর্শন করেছিলেন।

বিচিত্র চরিত্রবান রাজা সঞ্জয়ের পুত্র বিশ্বন্তর ইন্দ্রলোকের সমস্ত রকমের কামনা দেবতরু অর্থাৎ অত্যন্ত উদার মনের ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সহজেই অন্যের ইচ্ছা পূরণ করেন। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৮৮৬ সালে ১লা জানুয়ারি তে কল্পতরু রূপে ভক্তদের আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই থেকেই বছরের প্রথম দিনটি কল্পতরু উৎসব[১৪] নামে পরিচিত। বিশ্বন্তরা তার অপূর্ব ত্যাগ শক্তির দ্বারা কল্পতরুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি সত্যদ্বারা বাণীকে জয় করেছিলেন। এই বাণীর উল্লেখ কেনোপনিষদে আছে। দান দ্বারা শ্রীকে জয় করেছিলেন এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিতে জয় করেছিলেন। হিন্দুদের লক্ষী ও সরস্বতী দেবীকে শ্রী বলে সম্বোধন করা হয়। এছাড়াও বাংলাতে সৌন্দর্য এবং রূপ লাবণ্যকেও শ্রী বলা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমগ্র দেবদেবী এবং সমস্ত সুন্দরকে বা সুন্দরের পূজারী হতে পারে আসলে সেই কল্পতরু লাভ করতে পারে। একদিন বিশ্বন্তর একজন যাচক অর্থাৎ যিনি প্রার্থনা করেন তাকে দিব্যরত্নালঙ্কৃত বিজয় সাম্রাজ্য এবং প্রেমিকার মতো সুন্দর রমণীয় রথটি দান করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা সাধারণভাবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রার্থনা, কামনা, বাসনা করি ভগবানের কাছে কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করার জন্য। সেই কামনা-বাসনার প্রাপ্তি যিনি ঘটিয়ে থাকেন আসলে তিনি হয়ে ওঠেন চৈতন্য লাভকারী ব্যক্তিত্ব। এখানে যেমন একদিকে নিজের দান করার পূণ্যতা এবং অপরদিকে প্রার্থনার ফলে পাওয়া প্রাপ্তি বা পরিপূর্ণতা যা, সমস্ত বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। কুমার জয়শীল এবং শত্রু মর্যনকারী এই মহারথের দ্বারা সেনাগণকে অর্জন করেছিলেন।[১৫] স্কন্দপুরাণে এই রথযাত্রার বর্ণনা আছে। মদনোৎসব, হৃদয়ানন্দদায়ক এবং পুণ্যের স্বরূপ বসন্তকালের বসন্তের যশস্বরূপ পুষ্পবনের মাধ্যমে জগৎ শোভনীয়তায় পরিপূর্ণতা হয়ে উঠেছিল। হর্ষবর্ধন বিরচিত 'রত্নাবলী' নাটিকার চারটি অঙ্ক আছে। তার মধ্যে প্রথম অঙ্কটির নাম হল মদনমহোৎসব।[১৬] এখানেও বসন্ত উৎসবের সেই শোভনীয় বর্ণনা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। বিশ্বন্তর তার বাস্তবজীবনে চলার পথে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সবার সাথেই মেলামেশা করে এবং অনুভব করেছেন যে একটা সময়ের পর সেসব কিছুই ম্লান হয়ে যায়। এমনকি জীবন, যৌবন, পুত্র সবকিছুই একটা সময় ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু ধর্ম ছাড়া আর অন্য কিছু স্থির পরিচয়ের জন্য কাম্য নয়। সেই জন্য তিনি লোভ পরিত্যাগ করে ধৈর্যবৃত্তিকে বহন করেছিলেন। বিশ্বন্তর রাজ্যের প্রতি বিরক্ত ছিলেন কিন্তু দানের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এমনকি তার সত্ত্বগুণের প্রভাবে সকলের সুখ সমৃদ্ধি হয়েছিলেন, এই কারণে তার কাছে কেউই যাচক হিসাবে যেতেন না। বিশ্বন্তরের ধনে পরিপুণ্য বিভোর হয়ে সেই কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ লোকসমাজে বলতেন যে, তার নিজের প্রভাবে এত পরিমাণ সম্পদ হয়েছে। এই জন্যই তিনি জম্বৃক হয়েছেন। ভগবান ভিক্ষুকদের এবং সমস্ত সমাজকে বার্তা দিলেন– আমিই সেই বিশ্বন্তর ছিলাম এবং দেবদত্ত নামে সেই ব্রাহ্মণও আমিই ছিলাম। ভগবান এই কথা বলে ভিক্ষুকদের দান ধর্মের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ দানই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আলম্বনস্বরূপ। দানই ঘোর অন্ধকারকে চিরস্থায়ী আলোর মধ্যে পর্যবসিত করতে পারে। দুঃখ-দুর্দশার সময়ে প্রধান আশ্বাসকারী এবং পরলোকের একমাত্র বন্ধুই হল দান।[১৭]

এ বলা যায় যে, বোধিসত্ত্বাদানকল্পলতা গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের জীবনাবলী অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় এবং গল্পের ছলে রচিত হয়েছে। এখানে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা এই চারটি ব্রহ্মবিহারের মূল বিষয়, যা এখানে বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থে ১০৮ টি পল্লব আছে। অর্থাৎ এখানে অধ্যায়কে পল্লব বলা হয়েছে। ১০৮ টি পল্লবের মধ্যে শেষ পল্লবটি ক্ষেমেন্দ্রর পুত্র সোমেন্দ্র রচনা করেছিলেন। কল্পলতা গ্রন্থের রূপ এবং মাধুর্য কালিদাসের মতই সুন্দর এবং সাবলীল। তা আমরা প্রত্যেকটি পল্লব অধ্যয়ন করার সময় দেখতে পেয়েছি। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র যেমন বোধিসত্ত্বাদানকল্পলতা গ্রন্থে বৌদ্ধদের ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন গল্প রচনা করেছেন ঠিক তেমনি মহাবস্তুবদানেও বৌদ্ধদের

বিভিন্ন শিক্ষামূলক গল্প কীট, পতঙ্গ, পাখি ইত্যাদির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও দুই জায়গাতেই সামাজিক প্রতিফলন এবং বৌদ্ধ আদর্শের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। ভগবান বুদ্ধ পূর্বজন্মে কী কী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কী কী কাজ করেছেন, যার ফলে তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ করেছেন, তা পূর্ণাঙ্গ রূপে বিভিন্ন ধর্মমূলক উপদেশের মাধ্যমে ভিক্ষুকদের সাথে নিজের মুখে বলেছেন।

Reference :

১. দাস, শ্রী শরচ্চন্দ্র (অনুবাদক), বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, পৃ. ১৯৭
২. পাল, মহেশচন্দ্র (সংকলক তথা প্রকাশক), সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ (বৌদ্ধদর্শন), পৃ. ৪০
৩. দাস, শ্রী শরচ্চন্দ্র (অনুবাদক), বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, পৃ. ১৯৭
৪. তদেব, পৃ. ২০০
৫. বসাক, শ্রীরাধাগোবিন্দ (সম্পাদক), মহাবস্তুবদানম্ (দ্বিতীয় খন্ড:) পৃ. ৮৯- ৯৪
৬. দাস, শ্রী শরচ্চন্দ্র (অনুবাদক), বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, পৃ. ২০১
৭. তদেব, পৃ. ২০৭
৮. তদেব, পৃ. ২০৪
৯. তদেব পৃ, ২০৬
১০. বসাক, শ্রীরাধাগোবিন্দ (সম্পাদক), মহাবস্তুবদানম্ (দ্বিতীয় খন্ড), পৃ. ২৩৫
১১. http://www.iopb.res.in/somen gitobitan.html
১২. https://granthagara.com./bai/321772-parishodh-by-manilal-bandyopadhyay/
১৩. দাস, শ্রী শরচ্চন্দ্র (অনুবাদক), বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, পৃ. ২০৪-২১০
১৪. https://bn.m.wikipedia.org
১৫. দাস, শ্রী শরচ্চন্দ্র (অনুবাদক), বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, পৃ. ২৫৯
১৬. পাণ্ডেয়, পমেশ্বরদীন (ব্যাখ্যাকার), রত্নাবলী-নাটিকা, পৃ. ৪৪
১৭. দাস, শ্রী শরচ্চন্দ্র (অনুবাদক), বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, পৃ. ২৬২-২৬৩

Bibliography :

কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসঃ, স্কন্দপুরাণ (ব্রহ্মখণ্ড), অনুবাদক তথা সম্পাদক; পঞ্চানন তর্করত্ন; কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স; ১৪১৮ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
বিদ্যারণ্য, স্বামী, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৪৮
মহাবস্তুবদান্, (দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ) সম্পাদক, শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৩
মাধবাচার্য; সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ(বৌদ্ধদর্শন); সঙ্কলক তথা প্রকাশক, মহেশচন্দ্র পাল; কলিকাতা; উপনিষৎ-কার্যালয়; ১৯৫০-সংবৎ
শ্রীহর্ষ, রত্নাবলী-নাটিকা, ব্যাখ্যাকার, পমেশ্বরদীন পাণ্ডেয়, বারাণসী, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৩
ক্ষেমেন্দ্র; বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, অনুবাদক; শ্রী শরচ্চন্দ্র দাস; কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; ১৩১৯ বঙ্গাব্দ
https://llgranthagara.com
Https://llen.m.wikipedia.com
Https://archive.org